নারী ও শিশুদের কল্যাণে
খুলনা জেলার ৬৮টি
ইউনিয়ন পরিষদে

মা ও শিশু কর্নার

স্থাপন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায়

খন্দকার ইয়াসির আরেফীন
জেলা প্রশাসক, খুলনা

সম্পাদনায়

মোঃ ইউসুপ আলী
উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, খুলনা
ও
পুলক কুমার মন্ডল
সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা

সহ-সম্পাদক

মোঃ মুনতাসির হাসান খান
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা

মা ও শিশু কর্নার
জেলা প্রশাসন খুলনার একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ

২নং বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন পরিষদে মা ও শিশু কর্নার এর উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, সাবেক বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও খন্দকার ইয়াসির আরেফীন, জেলা প্রশাসক, খুলনা

২নং দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলতলায় মা ও শিশু কর্নার এর উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন
Mr. Charles Whiteley
অ্যাম্বাসেডর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন

বিভিন্ন ইউনিয়নে মা ও শিশু কর্নার উদ্বোধনের চিত্র

১নং জলমা ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটায় মা ও শিশু কর্নার এর উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, সাবেক বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও খন্দকার ইয়াসির আরেফীন, জেলা প্রশাসক, খুলনা

জামিরা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলতলায় মা ও শিশু কর্নার এর উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ ইউসুপ আলী, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, খুলনা

মা ও শিশু কর্নার

প্রেক্ষাপট

প্রান্তিক পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সেবা সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রদান করা হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগ্রহীতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে নারী। এদের মধ্যে অনেক নারীই দূর-দূরান্ত থেকে সেবাগ্রহণের জন্য এসে থাকে। প্রায় সময়ই এসকল নারীরা তাঁদের দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ সন্তানদের সাথে করে নিয়ে আসেন। অনেক সময় কিছু কিছু সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদেরকে দীর্ঘসময় ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থান করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে সাধারণত প্রক্ষালন কক্ষ থাকলেও নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা না থাকায় দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ব্রেস্টফিডিং করানো, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নারীদের ওয়াশরুম ব্যবহার করাসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা দূরীকরণে খুলনা জেলার ৬৮টি ইউনিয়নের প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে ব্রেস্টফিডিং ও ওয়াশরুম সুবিধাসহ নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র 'মা ও শিশু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

মূলত নারী ও শিশুদের সেবাগ্রহণকে সহজীকরণ এবং স্বস্তিদায়ক করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে "মা ও শিশু কর্নার" স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে অবস্থিত এ সকল কর্নারে নারী ও শিশুদের জন্য বসার সুব্যবস্থাসহ, ব্রেস্ট ফিডিংকর্নার এবং একটি ওয়াশব্লক স্থাপন করা হয়েছে। "মা ও শিশু কর্নার" ইউনিয়ন পরিষদে একটি স্থায়ী স্থাপনা হিসেবে পরিগণিত হবে। ইউনিয়ন পরিষদের নানা সেবা যেমনঃ বিভিন্ন ভাতা, ভিজিডি (VGD), ভিজিএফ বর্তমানে VWB কার্ডের খাদ্য সামগ্রী প্রদান, গ্রাম আদালতে আগত নারী ও তাদের শিশুরা এর সুবিধাভোগী হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা সৃষ্টির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদসহ সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব সেবার পরিবেশ সৃষ্টি সংবিধানের অঙ্গীকার। ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ব্রেস্টফিডিংয়ের ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র ওয়াশব্লক বা ওয়াশরুমের সুবিধা তৈরি, সুপেয় পানির ব্যবস্থা উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট তথা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। এসডিজির ৩ নং অভীষ্টে উল্লেখ আছে যে, সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজির ৫ নং অভীষ্ট হচ্ছে "লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন"। এসডিজির ৬ নং অভীষ্ট সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত। এছাড়াও এসডিজির ৪ নং অভীষ্টে মানসম্মত শিক্ষার কথা বিধৃত হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে শিশুর মেধা বিকাশের কোনও বিকল্প নেই। আর শিশুর মেধা বিকাশে মাতৃদুগ্ধ পানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মা ও শিশু কর্নারে সাধারণভাবে মাতৃদুগ্ধ পানের সুবিধা, নারীদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের সুবিধা এবং নিরাপদ পানি পানের সুযোগ রয়েছে। মা ও শিশু কর্নারে প্রাপ্ত এসব সুবিধাদি এসডিজির উল্লিখিত অভীষ্ট অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই দরকার নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেবা প্রদানের পরিবেশ নারীবান্ধব করা গেলেই অধিক সংখ্যক নারী সেবা গ্রহণে এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানে আগ্রহী হবে যা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে জারীকৃত 'জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী' সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের ৪০ (৩) নং ক্রমিকে শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশে এবং ৪০ (৯) নং ক্রমিকে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে জেলা প্রশাসকের দায়িত্বের বিষয় উল্লেখ আছে। দাপ্তরিক দায়িত্বের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয়কারী হিসেবে এবং শিশুদের বিকাশে ও মানুষ হিসেবে নারীদের স্বতন্ত্র চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের নৈতিক দায়ও জেলা প্রশাসকের রয়েছে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৮ নং ক্রমিকে নারী ও শিশুদের কল্যাণে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিধৃত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা ২০১৩-এ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সম্পৃক্ত করে খুলনা জেলার ৬৮টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের মধ্যে 'মা ও শিশু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্যোগটির ধারনার উৎপত্তি

বিভিন্ন সময় ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সেখানে সেবাপ্রার্থী নারী ও তাদের সাথে আগত শিশুদের জন্য অপেক্ষার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। শৌচাগার থাকলেও নারীদের ব্যবহারের উপযোগী স্বতন্ত্র কোনো শৌচাগার নেই। সর্বোপরি দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মায়ের দুধ পান করানোর সামান্যতম কোনো ব্যবস্থা নেই। এসব বিষয় এবং নারীদের ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে 'মা ও শিশু কর্নার' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

১। ইউনিয়ন পরিষদে আগত নারী ও শিশুর জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

২। সেবাগ্রহণে নারীসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩। ইউনিয়ন পরিষদে সেবাগ্রহণকালে নবজাতক শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং এর সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

৪। নারীর ক্ষমতায়নে ও লিঙ্গসমতা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ।

৫। দেশের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে সেবাপ্রার্থীদের জন্য অপেক্ষাকক্ষ এবং শৌচাগার থাকলেও শুধুমাত্র নারী, দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ মা এবং শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত কোন ওয়াশরুম ও ব্রেস্টফিডিং কর্নারসহ অপেক্ষাকক্ষ নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা সেবা গ্রহণে বিড়ম্বনার শিকার হয়। সুর্নির্দিষ্টভাবে ওয়াশরুম ও ব্রেস্টফিডিং কর্নারের সুবিধাসহ মা ও শিশু কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের মাঝে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করা।

৬। ইউনিয়ন পরিষদের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও শিশুদের সেবাপ্রদানের পরিবেশ উন্নয়নসহ ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদেরকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ।

৭। প্রান্তিক পর্যায় হতে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের বিশেষ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা ও সেবা প্রদানে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা ।
৮। ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে নারীদের আগমন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা।
৯। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা।
১০। শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সাধন করা।

উদ্যোগটি শুরু ও বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৩ - নভেম্বর ২০২৩

গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

১। ইউনিয়ন পরিষদে আগত সেবা প্রত্যাশী নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করা।
২। নবজাতক শিশু নিয়ে আগত নারীদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সুবিধা নিশ্চিত করা।
৩। প্রতিটি কর্নারে নারীদের জন্য পৃথক ওয়াশব্লক/ওয়াশরুম স্থাপন।
৪। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন, জন্মনিবন্ধন, টিকা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের মাধ্যমে নারীদের সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

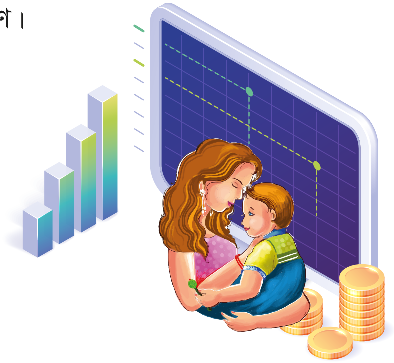

অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদসমূহের তহবিল যেমন: ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল, রাজস্ব তহবিল হতে মা ও শিশু কর্নারের ব্যয় সংকুলান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৮ নং ক্রমিকে নারী ও শিশুদের কল্যাণে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিধৃত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা ২০১৩, ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২১ এ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যখাতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্বল্প খরচে নিজস্ব কমপ্লেক্সের ভিতরে 'মা ও শিশু কর্নার' স্থাপন করেছে। গড়ে একটি 'মা ও শিশু কর্নার' স্থাপন করতে ৭০,০০০- ১,৫০,০০০/- টাকা খরচ হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হতে উপজেলা পরিষদে এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহে মা ও শিশু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্যোগটির উপকারভোগী:

বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু ইউনিয়ন পরিষদে মা ও শিশু কর্নারের মূল উপকারভোগী। খুলনা জেলায় শুধুমাত্র Vulnerable Women Benefit (VWB) এর আওতায় মোট উপকারভোগী নারীর সংখ্যা ২৩,৯৪৩ জন। এসকল নারী প্রতি মাসেই VWB কর্মসূচির আওতায় সেবা গ্রহণ করতে ইউনিয়ন পরিষদে আসে। বছরে VWB কর্মসূচির আওতায় মোট (২৩,৯৪৩x১২) = ২,৮৭,৩১৬ জন উপকারভোগী নারী ইউনিয়ন পরিষদে আসে। এছাড়া গ্রাম আদালত, সনদ গ্রহণসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনেক নারী তাদের শিশুসহ ইউনিয়ন পরিষদে নিয়মিত আসে। এই সকল সেবাগ্রহীতারাই ইউনিয়ন পরিষদের "মা ও শিশু কর্নার" এর প্রধান উপকারভোগী।

মা ও শিশু কর্নারে আগত সেবা প্রত্যাশী নারীদের নিম্নোক্ত বিষয়ে সচেতন করা হয়:

১। শিশুদের জন্য মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব
২। পরিবার পরিকল্পনা
৩। নারীর স্বাস্থ্য পরিচর্যা
৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা
৫। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা
৬। জন্মনিবন্ধন বিষয়ক সচেতনতা

উদ্যোগটির অনন্য বৈশিষ্ট্য:

১। লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়নে এই উদ্যোগ একটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে।
২। প্রান্তিক অঞ্চলে নারী ও শিশুদের প্রতি মানুষের সার্বিক মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।
৩। সকল বয়সী নারী ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৪। ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হলে অধিক সংখ্যক নারী সেবাগ্রহণে সরাসরি উদ্বুদ্ধ হবে।
৫। ইউনিয়ন পরিষদের আশেপাশের অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন: ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গ্রাম আদালতে আগত নারী ও শিশুরাও সেবা গ্রহণ করতে পারবে।
৬। মা ও শিশু কর্নার শুধুই বিশ্রামাগার/ অপেক্ষাকক্ষ নয়, নিজেদের শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে এটি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখবে।
৭। উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

এসডিজি অর্জনে মা ও শিশু কর্নারের সম্পৃক্ততা

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

এসডিজি'র ১৭ টি অভীষ্ট ও ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কমপক্ষে ৪টি অভীষ্টের সাথে মা ও শিশু কর্নারের যোগসূত্র রয়েছে।

১. অভীষ্ট নং ৩	সুস্বাস্থ্য
২. অভীষ্ট নং ৪	মানসম্মত শিক্ষা
৩. অভীষ্ট নং ৫	লিঙ্গ সমতা
৪. অভীষ্ট নং ৬	পরিষ্কার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

অভীষ্ট নং ৩
সুস্বাস্থ্য ও মা ও শিশু কর্নারের সম্পৃক্ততা

মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য ও পানীয়। নবজাতকের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি শিশুর জন্য উত্তম প্রতিষেধক। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন, মাতৃদুগ্ধ পান শিশুকে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, অ্যালার্জি প্রভৃতি রোগ হতে সুরক্ষিত রাখে। দাঁত ও মাড়ির রোগ এবং পূর্ণমাত্রায় ভিটামিন 'ডি' থাকে বলে অস্থির রোগ রিকেটস হতে রক্ষা করে। শুধু তাই নয় মাতৃদুগ্ধ শিশু মৃত্যুর হার কমায় এবং শিশুর ক্যানসার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি প্রতিরোধ করে। এমনকি মাতৃদুগ্ধ পান করানোর কারণে মায়ের স্তন ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকিও দূরীভূত হয়। এসব উপকারিতা তখনই কার্যকর হবে যখন মাতৃদুগ্ধ পান নিয়মিত ও বাধাহীন হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আমাদের সমাজে একজন মা ঘর হতে বের হলেই শিশুকে বুকের দুধ পান করানো নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। অফিস-আদালত, হাসপাতাল, বিমানবন্দর, বাস-লঞ্চ-রেলসহ বিভিন্ন স্টেশনে এক বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। মা ও শিশু কর্নার এই সমস্যা লাঘবে সহায়ক হবে।

অভীষ্ট নং ৪
মানসম্মত শিক্ষা ও মা ও শিশু কর্নারের সম্পৃক্ততা

মায়ের বুকের দুধ পানকারী শিশু সুস্থ, সবল, মেধাবী হওয়াসহ বিভিন্ন ইতিবাচক গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকে। এটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য। বিশেষ করে শাল দুধে অধিক পরিমাণে প্রোটিন এবং স্বল্প শর্করা ও অন্যান্য অনেক স্নেহ পদার্থ থাকে। এটি শিশুর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করে জীবনীশক্তি তথা শরীর-মন দুটিকে সতেজ-সুস্থ-সবল রাখে ও মেধা বিকাশে সহযোগিতা করে। মেধা ও মননশীলতার গতি ও মান সম্মত শিক্ষার অগ্রযাত্রায় মা ও শিশু কর্নারের সম্পৃক্ততা নিবিড়ভাবে জড়িত।

অভীষ্ট নং ৫
লিঙ্গসমতা ও 'মা ও শিশু কর্নার'

'মা ও শিশু কর্নার' এ ওয়াশরুম ব্যবহার মুখ্য বিষয় নয়। বরং ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও অভিমত বা অভিব্যক্তি প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয় এই মা ও শিশু কর্নার, যা নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা আনয়নে ভূমিকা রাখে। এই ক্ষমতায়ন নারীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান রক্ষার্থেও অবদান রাখে।

অভীষ্ট নং ৬
পরিষ্কার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

'মা ও শিশু কর্নার' পরিষ্কার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল 'মা ও শিশু কর্নার' এ আগত নারী ও শিশুদেরকে পরিষ্কার পানি পান ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর সচেতন করা হয়। সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে পরিষ্কার পানি, ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য।

নারী ও শিশু উন্নয়নে ভূমিকা

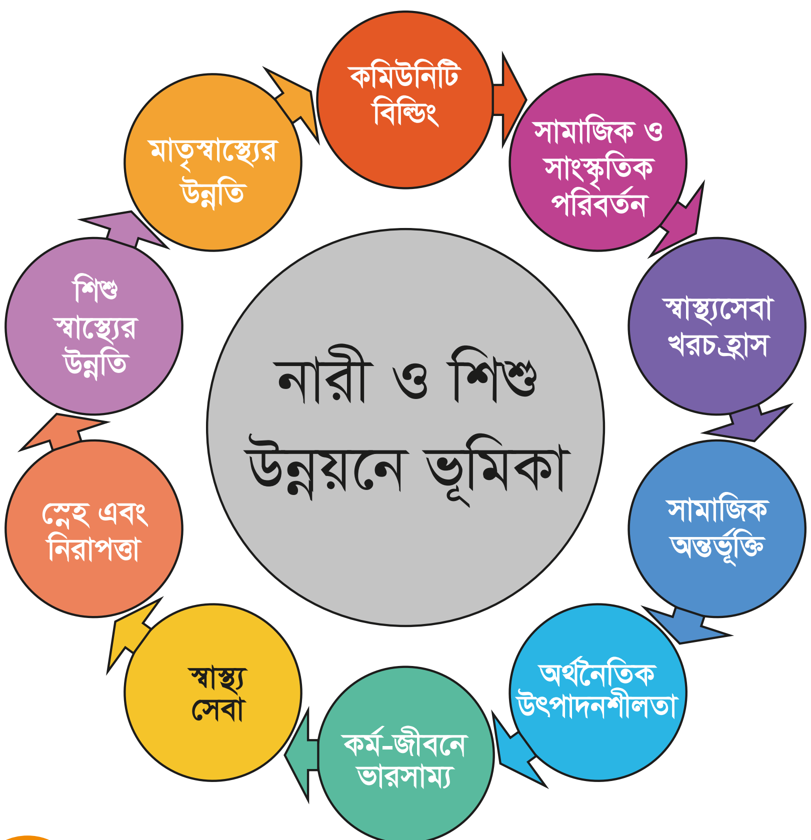

উদ্যোগটির টেকসই অবস্থা

বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে নারী সেবাগ্রহীতাদের জন্য উল্লিখিত উদ্যোগটি দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তাছাড়া অন্যান্য সেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহও এ উদ্যোগ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এ ধরণের কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসবে। যেহেতু মা ও শিশু কর্নার গুলো ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরেই অবস্থিত, তাই এর রক্ষণাবেক্ষণে অতিরিক্ত কোনও ব্যয় নির্বাহ করতে হবে না।

নারীর ক্ষমতায়ন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই দরকার নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেবাপ্রদানের পরিবেশ নারীবান্ধব করা গেলেই অধিক সংখ্যক নারী সেবাগ্রহণে আগ্রহী হবে, যা নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। এক্ষেত্রে নারীসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হলে অধিক সংখ্যক নারী সেবাগ্রহণে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর Mr. Charles Whiteley পরিদর্শনকালে এ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিষয়টি ইতিবাচকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

উদ্যোগটি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে এ উদ্যোগটি দেশের সকল জেলার সকল ইউনিয়নে বাস্তবায়নের বিষয়ে দেশব্যাপী সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হবে। শুধু ইউনিয়ন পরিষদ নয়, অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানও এরূপ উদ্যোগ গ্রহণে সামনে এগিয়ে আসবে। ইতোমধ্যে উল্লিখিত উদ্যোগটি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনায় নবনির্মিত লাইব্রেরিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বাচ্চাদের জন্য কিডস জোন স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কর্মজীবী নারীদের কর্মস্থলে তাদের শিশুর যত্ন নেয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত মা ও শিশু কর্নার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

খুলনা জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মা ও শিশু কর্নার সমূহ

বটিয়াঘাটা উপজেলা, খুলনা

ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা

রূপসা উপজেলা, খুলনা

ফুলতলা উপজেলা, খুলনা

পাইকগাছা উপজেলা, খুলনা

দাকোপ উপজেলা, খুলনা

তেরখাদা উপজেলা, খুলনা

দিঘলিয়া উপজেলা, খুলনা

কয়রা উপজেলা, খুলনা

সেবাগ্রহীতাদের জন্য মা ও শিশু কর্নারে ওয়াশ ব্লক / ওয়াশ রুম

এ্যালবামে মা ও শিশু কর্নার

মায়ের দুধের কোন বিকল্প হয় না
মা ও শিশু কর্ণার

I Love
MY
Mother

মা ও শিশু কর্ণার

মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই
মাতৃদুগ্ধ দানের স্থান

মায়ের দুধের কোন বিকল্প হয় না
মা ও শিশু কর্ণার
৩নং লাউডোব ইউনিয়ন পরিষদ
দাকোপ, খুলনা।

মা ও শিশু কর্ণার

মা ও শিশু কর্ণার

মা ও শিশু কর্ণার

মা ও শিশু কর্ণার

মা ও শিশু কর্ণার
২নং দাকোপ ইউনিয়ন পরিষদ।
দাকোপ, খুলনা।
মা ও শিশু কর্ণার

মা ও শিশু কর্ণার
৯নং চাঁদখালী ইউনিয়ন পরিষদ

মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই
মাতৃদুগ্ধ দানের স্থান

মা ও শিশু কর্ণার
(Mother & Child Corner)
৬নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
বটিয়াঘাটা, খুলনা।
মা ও শিশু কর্ণার
(Mother & Child Corner)
৬নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
বটিয়াঘাটা, খুলনা।

মাতৃদুগ্ধ দানের স্থান
(Breast Feeding Corner)

ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে খুলনার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের “মা ও শিশু কর্নার” নিয়ে প্রকাশিত সংবাদ

Channel I News Link :https://youtu.be/XCxXDaaLOhQ?si=fW3szafV1XPaNGzK

Ekattor TV News Link : https://youtu.be/mD0Tt2vnZNk?si=X8b8Dx4p88c3Imdb

প্রিন্ট মিডিয়াতে খুলনার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের “মা ও শিশু কর্নার” নিয়ে প্রকাশিত সংবাদ

'মা ও শিশু কর্নার' খুলনার ৬৮টি ইউনিয়নে

ছয় ধরনের সেবা পাবেন নারীরা, কমবে ভোগান্তি

এম আই রকি ▸

প্রতিদিনই নানান কাজে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবা নিতে আসেন সাধারণ মানুষ। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে নারী আবার অনেকেই মা। সেবা নিতে আসার পর কোলে শিশু নিয়ে অনেক 'মা' ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন। বিশ্রাম নেয়া অথবা শৌচাগারের ভালো কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতো নারীদের। এমনকি ছোট শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং দেয়ারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যার কারণে ইউনিয়ন কার্যালয়ে সেবা নিতে এসে ভোগান্তিতে পড়তে হতো নারীদের।

এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন দৃষ্টি স্থাপন করেছেন খুলনা জেলা প্রশাসন। খুলনার ৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে 'মা ও শিশু কর্নার' সেবা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বটিয়াঘাটা উপজেলার ৭টি ▶ ২ পাতায় ৪ কলাম

খুলনায় ভোগান্তি কমাতে

৬৮ ইউনিয়ন পরিষদে 'মা ও শিশু কর্নার'

খুলনা ব্যুরো

প্রতিদিনই নানা সেবা নিতে ইউনিয়ন পরিষদে আসেন মানুষ। সেবা নিতে আসা অনেক নারীকে কোলে শিশু নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং, বিশ্রাম ও শৌচাগারের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাদের। নারীদের এমন ভোগান্তি কমাতে খুলনার ৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে 'মা ও শিশু কর্নার' চালুর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। ইতোমধ্যে বটিয়াঘাটা ও [illegible] ১৩টিসহ মোট ২০টির মতো ইউনিয়ন পরিষদে এ সেবা চালু করা হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব ইউনিয়ন পরিষদে এ সেবা চালু হবে। ইউনিয়ন এবং উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল থেকে এই কার্যক্রমের ব্যয় করা হবে। এ কর্নারে সুপেয় পানি, ব্রেস্ট ফিডিংয়ের নিরাপদ ব্যবস্থা, শৌচাগার, [illegible]

প্রতিদিনের খবর

সব পাঠকের প্রিয় খবর

ফুলতলা উপজেলা মাও শিশু কর্নার শুভ উদ্বোধন

Copyright © 2024 প্রতিদিনের খবর. All rights reserved.

ফুলতলার জামিরিয়া মা ও শিশু কর্নার উদ্বোধন

ফুলতলা (খুলনা) সংবাদদাতা

স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মো. ইউসুফ আলী খুলনা ফুলতলা উপজেলার জামিরা ইউনিয়নে গ্রাম আদালত পরিদর্শন করেন। ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় তিনি ফুলতলা উপজেলার জামিরা ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত পরিদর্শন ও মা ও শিশু কর্নার এর উদ্বোধন করেন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাসনীম জাহান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম, জামিরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম সরদার, ইউপি সচিব, ইউপি সদস্যবৃন্দ এবং গ্রাম পুলিশ।

বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের মা ও শিশু কর্নার সমূহের সেবা গ্রহীতাদের জন্য সংরক্ষিত রেজিস্ট্রার